অকল্যান্ড ওপেনের ম্যাচে উই ইবিংকে ৭-৬ (৯-৭), ৬-৪ সেটে হারালেন ডেভিড ফেরের।

মাঠে - ময়দানে

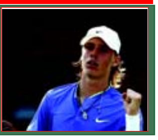

অকল্যান্ড ওপেনের ম্যাচে রোসারিও দুত্রা সিলভাকে ৬-৩, ৬-২ সেটে হারালেন ডেনিস শাপোভালোভ।

বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত ভারতীয় দল, দাবি পৃথ্বীর

ক্রাইস্টচার্চ, ৮ জানুয়ারি: **অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ভারত, এমনটাই দাবি অধিনায়ক পৃথ্বী শ'র। তরুণ মুম্বই তারকা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, চ্যাম্পিয়ন হওয়াই তাদের প্রধান লক্ষ্য।** অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সব থেকে সফল দল ভারত। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে সব থেকে বেশি তিনবার খেতাব জয়ের নজির রয়েছে তাদের। তবে এযাবৎ সর্বাধিক পাঁচবার ফাইনাল খেলেছে টিম ইন্ডিয়াই। স্বাভাবিকভাবেই এবারও টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিটের তকমা পাচ্ছে গতবারের রানার্সরা। সোমবার থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ। তার আগে আয়োজক নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির অধিনায়কদের সাবেক মাওরি রীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। ক্রাইস্টচার্চের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যেই পৃথ্বী শ'র আত্মবিশ্বসী মন্তব্য, 'আমরা তৈরি।' পৃথ্বী বলেন, 'আমরা নিউজিল্যান্ড এসেছি এক সপ্তাহ হয়ে গেল। গোটা দুয়েক ম্যাচও খেলেছি। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। আমাদের লক্ষ্য অবশ্যই বিশ্বকাপ জেতা। আপাতত প্রথম ম্যাচের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। দেখা যাক, শুরুটা কেমন হয়। তবে আমরা বিশ্বকাপের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।' মঙ্গলবার ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। সময়ের পার্থক্যের কারণে এই সংবাদপত্র পাঠকের হাতে পৌঁছানোর আগেই শুরু হয়ে যাবে ম্যাচ। গতবার নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসাবে তাদের নামও ঘোরাফেরা করছে।

প্রথম টেস্টে হার ভারতের

বিশ্ব রেকর্ড ঋদ্ধি'ম্যানে'র ● দাপট সামিদের

অভিষেক টেস্টে যথেষ্টই ভাল বোলিং করলেন যশপ্রীত বুমরাহ।

কেপটাউন, ৮ জানুয়ারি: দক্ষিণ আফ্রিকার বাউন্সি পিচে পুরনো চিত্রনাট্যই ফেরাচ্ছে ভারত। দলের পেসাররা দুরন্ত বোলিং করে অ্যাডভান্টেজ এনে দিলেও তারকা খচিত ব্যাটিং লাইন আপের ব্যর্থতার জেরে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ৭২ রানে হারল টিম ইন্ডিয়া।

নিউল্যান্ডসে প্রথম টেস্টে আগে ব্যাট করে মাত্র ২৮৬ রান করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অবশ্য ২০৯ রানের বেশি করতে পারেনি ভারতও। এরপর নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ছিল ৬৩/২। বৃষ্টির জন্য তৃতীয় মাত্র ৪ ওভার ব্যাট করতে পারে প্রোটিয়ারা। চতুর্থ দিন সকালে ৬৫/২ স্কোর বোর্ডে নিয়ে নিজেদের লড়াই ফের শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে এবার তাদের ভাগ্য খুব একটা ভাল ছিল না। ভারতীয় বোলারদের দাপটে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে শুরু করে সিরিজের আয়োজন দেশটি। দিনের শুরুতেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন হাসিম আমলা (৪)। অল্প সময়ের মধ্যে একই পরিণতি হয় নৈশ্যপ্রহরী হিসাবে নামা কাগিসো রাবাদার (৫)। প্রথম ইনিংসের মতো এবারও দলের পতন রোধ করতে সচেষ্ট হন প্রাক্তন অধিনায়ক এবি ডি'ভিলিয়ার্স (৩৫)। কিন্তু তাকে সহায়তা করতে পারেননি কেউই। পরপর ফিরে যান ফাফ ডু'প্লেসিস (০), কুইন্টন ডি'কক (৮) ও ভার্নন ফিল্যান্ডার (০)। কেশব মহারাজ (১৫) কিছুটা লড়লেও রান পাননি মর্নি মর্কেল (২)। শেষ পর্যন্ত ১৩০ রানেই গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস। ভারতের হয়ে তিনটি করে উইকেট নিলেন মহম্মদ সামি ও যশপ্রীত বুমরাহ। ভুবনেশ্বর কুমার ও হার্দিক পান্ডিয়া নিয়েছেন দুটি করে উইকেট।

২০৯ রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারায় ভারত। রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৩৭) ও বিরাট কোহলি (২৮) ছাড়া বলার মতো রান করেনি কেউই। ধাওয়ান (১৬), মুরলী বিজয় (১৩), চেতেশ্বর পূজারা (৪), রোহিত শর্মা (১০), ঋদ্ধিমান সাহা (৮), পান্ডিয়া (১), সামি (৪), বুমরাহরা (০) বিপক্ষ বোলারদের উইকেট উপহার দিয়ে আসেন। ১৩৫ রানে শেষ হয় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। ফিল্যান্ডার একাই নেন ৬টি উইকেট। মর্কেল ও রাবাদা ২টি করে উইকেট পেয়েছেন।

এদিন ম্যাচ হারলেও রেকর্ড বুকে নাম তুলে নিলেন ঋদ্ধিমান। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০টি ক্যাচ ধরেছেন এই ভারতীয় উইকেটরক্ষক। টেস্টে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে এতগুলি শিকার করেননি কেউই।

মিনার্ভা ম্যাচের ভাবনা শুরু মোহনবাগানের

স্টাফ রিপোর্টার: শেষপর্যন্ত আইজল এফসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে চাপের সাগর থেকে উঠে এল মোহনবাগান। কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীর কোচিংয়ে মোহনবাগান চার ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে জয়ের সরণিতে ফিরে এল।

শেষ চার ম্যাচে জয় নেই। কোচের পদত্যাগ। সমর্থকদের বিক্ষোভ ক্লাব তাঁবু জুড়ে। কোনও কিছুই বাদ ছিল না। শেষপর্যন্ত গত দু'বছরের ব্যর্থতা ভুলে এবার ঘরের মাঠেল আইজল এফসিকে হারিয়ে বাগানে যেন এক মুঠো সতেজ বাতাস এনে দিল। আর আই লিগে মোহনবাগান কোচ হিসাবে অভিষেক ম্যাচে শঙ্করলাল চক্রবর্তী বুঝিয়ে দিলেন, হ্যাঁ চাপের মধ্যে থেকেও সেরাটা বার করে আনা যায়। গতবার আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে পাহাড়ের মাটিতে এগিয়ে থেকেও জয় পায়নি মোহনবাগান ড্র-এর ফলে আই লিগ খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবিরের। তাই এবার ঘরের মাঠে আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল জ্বালা জুড়োনোর ম্যাচ। জ্বালা জুড়োনোর ম্যাচে জয়ের সরণিতে ফিরে খুশি বাগানের কোচের হটসিটে বসা শঙ্করলাল চক্রবর্তী। তবে আইজল এফসি ম্যাচ এখন ১০ জানুয়ারি মিনার্ভা এফসি ম্যাচ। মিনার্ভা ম্যাচটিও সবুজ-মেরুন শিবিরের কাছে জ্বালা জুড়োনোর ম্যাচটও বটে। কারণটা আর কিছু নয়। এবার আই লিগের অভিযান ম্যাচে সনি নর্ডির দুরন্ত গোলে এগিয়ে থেকেও মিনার্ভার বিরুদ্ধে জয় পায়নি মোহনবাগান। তাই এবার ঘরের মাঠে ফিরতি পর্বের ম্যাচে মিনার্ভাকে হারিয়ে জ্বালা জুড়োনোর পাশাপাশি বড় ম্যাচের আগে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোই লক্ষ্য মোহনবাগানের নতুন কোচ শঙ্করলালের।

সেই লক্ষ্য নিয়েই আইজল এফসি ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের বিশ্রাম দেন শঙ্কর। অনুশীলন শেষে সবুজ-মেরুন শিবিরের নতুন কোচ বলেন, আইজল এফসি ম্যাচ এখন অতীত। মিনার্ভা ম্যাচই এখন ভাবনায়। জয়ের সরণিতে ফিরলেও তা নিয়ে এখন ভাবছি না। এমন কী ভাবনায় নেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া। এখন শুধু ভাবছি ম্যাচ বাই ম্যাচ। তাই ডার্বি ম্যাচ নয়, মিনার্ভা ম্যাচই এখন শুধু মাথায় ঘুরছে।

গ্যারেথ বেলের ব্রেসে ভর করে লা লিগায় সেল্টা ভিগোর সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করল রিয়াল মাদ্রিদ।

ওড়িশাকে হারিয়ে অভিযান শুরু বাংলার

রাঁচি, ৮ জানুয়ারি: ওড়িশাকে ৭ উইকেটে হারিয়ে নিজেদের মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফির পূর্বাঞ্চলীয় পর্বের অভিযান শুরু করল বাংলা। দুই ওপেনার শ্রীবৎস গোস্বামী ও বিবেক সিংয়ের দুরন্ত ইনিংসে ভর করে জিতল তারা।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ওড়িশা। রাঁচিতে উইকেট ব্যাটিং সহায়ক হলেও বাংলার সামনে রাজেশ (৯০) ছাড়া ওড়িশার কোনও ব্যাটসম্যানই তেমন ব্যাট করতে পারেনি। অনুরাগ (২৩), প্রয়াস (২০*), দেবাশীষরা (১৯) শুরুটা ভাল করলেও নিজেদের ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। ২০ ওভারে ১৫৭/৫ স্কোরে থামে ওড়িশা। বাংলার হয়ে দুটি করে উইকেট নেন ঋত্বিক ও মনোজ।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই দাপট দেখান বাংলার দুই ওপেনার শ্রীবৎস ও বিবেক। ওপেনিং জুটিতে ১৩৪ রান তুলে বাংলার জয় নিশ্চিত করেন তারা। অভিষেকেই ৬৪ রান করে নজর কাড়লেন বিবেক। আর শ্রীবৎস খেললেন ৭৯ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস। ৮ বল বাকি থাকতেই ১৫৮/৩ স্কোর করে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা।

এই ম্যাচ জিতলেও বাংলার বোলিং নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল। ওড়িশার অনামী ব্যাটসম্যানদের আউট করতে ব্যর্থ হয়েছেন বাংলার প্রধান বোলাররা। সায়ন, দিন্দা, কণিষ্করা টি-২০'র বিচারে আঁটোসাটো বোলিং করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। পূর্বাঞ্চলে টি-২০ ফরম্যাটে ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরা যথেষ্ট শক্তিশালী দল। তাদের বিরুদ্ধে এমন বোলিং পারফরম্যান্স করে ম্যাচ জেতা যথেষ্টই কষ্টকর হবে বাংলার পক্ষে।

জয়ী প্যারিস

প্যারিস, ৮ জানুয়ারি: **কোপা ডেল রে'র প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল প্যারিস সাঁ জাঁ। এই পর্বের খেলায় তারা ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিল স্টাড রেনিয়াসকে। ৯ মিনিটে এমবাপ্পের পায়ে শুরু হয় প্যারিসের গোল উৎসব। এরপর ১৭ ও ৪৩ মিনিটে জোড়া গোল করেন নেইমার। আর ২৪ ও ৭৪ মিনিটে জোড়া গোল করেন অ্যাঞ্জেল ডি'মারিয়া। ৭৫ মিনিটে ষষ্ঠ গোলটি করেন এমবাপ্পেই। ৬৬ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন বেঞ্জামিন।**

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে সরে দাঁড়ালেন ভিক্টোরিয়াও

মেলবোর্ন, ৮ জানুয়ারি: সেরেনা উইলিয়ামসের পর মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে নেই আরও এক অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন। ব্যক্তিগত কারণে মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে সরে দাঁড়ালেন ভিক্টোরিয়া আজেরেঙ্কা।

মাত্র এক বছরের ছেলে লিও'র আইনি লড়াইয়ে ব্যত বেলারুশিয়ান এই টেনিস সুন্দরী। তাই ১৫ জানুয়ারি থেকে মেলবোর্ন পার্কে শুরু হতে চলা মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস তারকা। আজেরেঙ্কা ও তাঁর প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড বিলি ম্যাককিগুয়ের একমাত্র ছেলে লিওকে পাওয়ার লড়াইয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত মার্কিন মুলুকেই থাকতে হবে দু'বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ীকে। তাই বাধ্য হয়েই এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত এবার ওয়ার্ল্ড কার্ড পাওয়া আজেরেঙ্কা। ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ আজেরেঙ্কা ও বিলি'র একমাত্র ছেলে লিও'র জন্ম হয়। কিন্তু গত বছর উইম্বলডনের পর দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ফলে সাত মাসের ছেলেকে পাওয়ার আইনি লড়াই শুরু হয় গত বছর আগষ্ট থেকে। এর ফলে গত মরশুমের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ইউএস ওপেন থেকেও সরে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর। সোমবার ট্যুইটারে আজেরেঙ্কার সরে দাঁড়ানোর কথা জানায় উদ্যোক্তারা। টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর ক্রেগ লিখেছেন, 'আজেরেঙ্কা এ মরশুমে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারছে না, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ওর ফেভারিট টুর্নামেন্ট। আগামী বছর অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফিরতে চায় ভিক্টোরিয়া। ২০১২ ও ২০১৩ সালে টানা দু'বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বেলারুশিয়ান সুন্দরী।'

অ্যাসেজ 'ভস্ম' ইংল্যান্ড

সিরিজ শেষে ট্রফি হাতে টিম অস্ট্রেলিয়া।

সিডনি, ৮ জানুয়ারি: প্রথম তিনটি টেস্ট জিতে আগেই অ্যাসেজ জয় করেছিল অস্ট্রেলিয়া। চতুর্থ টেস্টে তুলনামূলক ভাল পারফরম্যান্স করেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু পঞ্চম টেস্টে ফের ধরাশায়ী তারা। ইনিংস ও ১২৩ রানে ব্রিটিশ বাহিনীকে হারিয়ে ৪-০ ব্যবধানে অ্যাসেজ সিরিজ জয় করল অজিরা।

শেষ চেষ্টা করেছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট। কিন্তু শরীর খারাপের জন্য মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর আর ব্যাট করতে পারেননি। গতরাতে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। তা সত্ত্বেও দলের খারাপ সময়ে ব্যাট হাতে নামেন। ৫৮ রানও করেন। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের পর আর মাঠে নামতে পারেননি। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড ৩৪৬ রান করে। রুট ৮৩ ও মালান ৬২ রান করেন। কামিন্স চার উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ৬৪৯ রান তুলে ডিক্লেয়ার ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া। উসমান খোয়াজা করেন ১৭১ রান। শন মার্শ ১৫৬ রান করে রান আউট হন। মিচেল মার্শও সেঞ্চুরি করেন (১০১)। স্টিভ স্মিথ অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। তিনি ৮৩ রানে আউট হন। ইংল্যান্ড বোলারদের মধ্যে কেউ খুব একটা ভাল পারফর্ম করতে পারেননি। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে প্রথম থেকেই চাপে ছিল ব্রিটিশ বাহিনী। চতুর্থ দিনের শেষে ৯৩ রানে ৪ উইকেটের পতন ঘটে। ৪২ রানে নট আউট ছিলেন রুট। রাতে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল ভর্তি হন। একাধিকার বমিও হয়। তারপরও আজ সকালে ব্যাট হাতে নামেন। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর আর ফিরে আসতে পারেননি। তার আগেই সেরে নেন অর্ধশতরান। স্ট্যান্ডিং ওভেশান দেন দু'দেশের সমর্থকরা। রুট রিটায়ার্ড হার্ট হওয়ার পর ইংল্যান্ডের ইনিংস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ১৮০ রানেই অল আউট হয়ে যায় তারা। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও চার উইকেট দখল করেন প্যাট কামিন্স। ন্যাথান লিয়ঁ নেন তিন উইকেট।

এদিকে, ২০১৭-১৮ অ্যাসেজের পাঁচ টেস্টে মোট ২৫ দিনে মাঠে এসে খেলা দেখেছে ৮,৬৭,০০০ দর্শক। সিডনি টেস্টের শেষ দিন অর্থাৎ সিরিজের শেষ দিনে দর্শকসংখ্যা ছিল ১৭,১৭৪। অ্যাসেজের ইতিহাসে চোখ রাখলে ১৯৩৬-৩৭ সালে অ্যাসেজে মাঠে এসে পাঁচ টেস্টে খেলা দেখেছিল ৯,৫৭,০০০ দর্শক। সেটাই অ্যাসেজ সিরিজে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ দর্শক সংখ্যার রেকর্ড। টেস্ট ক্রিকেট নাকি দর্শক হারাচ্ছে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটের কাছে জৌলুস হারাচ্ছে পাঁচদিনের ক্রিকেট। অ্যাশেজ সিরিজে মাঠে এসে খেলা দেখে যাওয়া দর্শকসংখ্যার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বক্স অফিসে 'সুপারহিট' অ্যাসেজ সিরিজ।

তৃতীয় রাউন্ডেই অঘটনের শিকার ওয়েঙ্গারের দল

নটিংহ্যাম, ৮ জানুয়ারি: প্রিমিয়ার লিগের কোনও ম্যানেজার এফএ কাপে এতটা সফল নন, যতটা সাফল্য পেয়েছেন আর্সেনাল কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার। যখনই প্রিমিয়ার লিগের দৌড় থেকে দূরে সরেছে দল, চ্যাম্পিয়ন লিগ খেলার স্বপ্ন অধরা থেকেছে, এফএ কাপকে পাখির চোখ করেছেন গানার্সদের ফরাসি কোচ। ওয়েঙ্গারের কোচিংয়ে নয় নয় করে সাতবার এফএ কাপের খেতাব জিতেছে আর্সেনাল। শেষ চার বছরে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন তারা। সেই আর্সেনালই কিনা বিদায় নিল ঐতিহ্যশালী ব্রিটিশ টুর্নামেন্টের তৃতীয় রাউন্ড থেকে।

খানিকটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্যি। নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছে ৪-২ গোলে হেরে এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে যায় আর্সেনাল। গত দু'দশকে এই প্রথমবার ওয়েঙ্গারের সামনে এফএ কাপের দরজা বন্ধ হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি। নির্বাসনের জন্য টাচ লাইন থেকে দলকে নির্দেশ দিতে পারেননি ওয়েঙ্গার। তবে গ্যালারিতে বসে দেখলেন দলের হতশ্রী ফুটবল। বরং ভালো যে, দূর থেকে তাঁর ইশারাতেই দল পরিচালিত হলেও নটিংহ্যামের আগ্রাসন প্রতিহত করার কোনও উপায় খুঁজে পাননি ওয়েঙ্গার। কম্বিনেশন বাছতেও কোথাও একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল অভিজ্ঞ ম্যানেজারের। একই সঙ্গে বিশ্রামে রেখেছিলেন ওজিল, স্যাঞ্চেজ, ল্যাকাজেটকে। যার মাশুল দিতে হয় আর্সেনালকে।

ম্যাচের ২০ মিনিটে এরিক লিচাজ নটিংহ্যামের হয়ে গোলের খাতা খোলেন। ২৩ মিনিটে পের মার্টেস্যাকার গানার্সদের হয়ে গোল শোধ করেন। ৪৪ মিনিটে লিচাজ পুনরায় গোল করে ২-১ এগিয়ে দেন ফরেস্টকে। ৬৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে স্কোরলাইন ৩-১ করেন বেন ব্রেরেটন। ৭৯ মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে ৩-২ করেন আর্সেনালের ড্যানি ওয়েলবেক। ৮৫ মিনিটে কিয়েরন ডোওয়েল পেনাল্টি থেকেই নটিংহ্যামের হয়ে চতুর্থ গোল করেন। ১৯০৮ সালে হাল সিটির পর এফএ কাপে আবার কোনও লোয়ার ডিভিশন ক্লাবের কাছে চার গোল হজম করল আর্সেনাল।

বার্সেলোনায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন পাওলিনহোর, মুগ্ধ সমর্থকরা

বার্সেলোনা, ৮ জানুয়ারি: লোকে বলে, 'যায় দিন ভাল, আসে দিন খারাপ।' কিন্তু পাওলিনহোকে দেখলে বলতে হয়, 'যায় দিন খারাপ, আসে দিন ,ভাল।' ফুটবলের বাজারে পাওলিনহোর দামটা যে ক্রমশ বাড়ছে।

তিন বছর আগের কথা। টটেনহ্যাম ছেড়ে পাওলিনহো যোগ দিয়েছিলেন গুয়াংজু এভারগ্রান্ডেতে। ব্রাজিলিয়ান এই মিডফিল্ডারের সুদিনের পক্ষে তখন লন্ডন কিংবা চিনের সবচেয়ে বেপরোয়া বাজিকরটিও হয়তো টাকা লগ্নি করতেন না! কেন করবেন? পাওলিনহো যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। গত বছরের আগস্টে বার্সায় যোগ দেওয়ার দুই মাস আগের কথাই ধরুন- একটি বেটিং প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে পাওলিনহোর সহশিল্পী ছিলেন জাপানের এক পর্নো তারকা। এ নিয়ে তখন কত হইচই আর সমালোচনা। সবাই ভেবেছিলেন, এই পাওলিনহোকে নিয়ে আশা করাই বৃথা।

কিন্তু পাশার দান উল্টে গেছে। বলা ভাল, পাওলিনহো নিজেই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন। সেটা অবশ্যই বার্সেলোনায় আসার পর থেকে। একটা তথ্য দেওয়া যায়, এবার লা লিগায় ১৩ ম্যাচে এ পর্যন্ত ৪ গোল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। একই আসরে পাওলিনহো করেছেন ১৭ ম্যাচে ৭ গোল।

বার্সায় এটাই পাওলিনহোর প্রথম মরশুম। বড় মাপের খেলোয়াড়দেরও কোনও ক্লাবে মানিয়ে নিতে অন্তত একটা মরশুম লেগে যায়। 'বক্স টু বক্স' খেলতে অভ্যস্ত এই মিডফিল্ডার কিন্তু সেখানে ব্যতিক্রম। লা লিগার প্রায় অর্ধেক পথ পর্যন্ত বার্সার তৃতীয় (মেসি ও সুয়ারেজের পর) সর্বোচ্চ গোলদাতা কিন্তু এই পাওলিনহোই।

এছাড়া নিখুঁত পাস (৮৮ শতাংশ) আর প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কাড়ার (২১টি ট্যাকল আর ৮টি ইন্টারসেপসনস) ক্ষেত্রে পাওলিনহোই বার্সা কোচ আর্নেস্তো ভালভার্দের ভরসা।

প্রতিপক্ষের গোলপোস্টে শট নেওয়ার ক্ষেত্রেও ইভান র‍্যাকিটিক-লুইস সুয়ারেজের মতো খেলোয়াড়দের পেছনে ফেলেছেন পাওলিনহো। জাতীয় দলের জার্সিতেও গত বছর ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৫) ছিলেন পাওলিনহো। 'অ্যাসিস্ট' সংখ্যায়ও নেইমার আর উইলিয়ানের সঙ্গে যুগ্মভাবে (৩) শীর্ষে।

আর তাই দলবদলের বাজারে ২৯ বছর বয়সী মিডফিল্ডারের দামটা বাড়ছে হু হু করে। জার্মান ওয়েবসাইট ট্রান্সফার মার্কেটের হিসাব অনুযায়ী, নতুন বছরের শুরুতে পাওলিনহোর যে দাম, তা গত বছর বার্সায় তাঁর ট্রান্সফার ফি থেকে তিন গুণ। তাঁকে কিনতে ৪ কোটি পাউন্ড খরচ করেছিল বার্সা। ওয়েবসাইটির হিসাব অনুযায়ী, সেই পাওলিনহোর দাম এখন ১২ কোটি পাউন্ড।

নিজেকে এভাবে পাল্টে ফেলায় ইন্টারনেট ব্যবহাকারী ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে দারুণ সাড়াও ফেলেছেন পাওলিনহো। ইউরোপে গত বছরের পারফরম্যান্সের বিচারে এবার সাম্বা ডি'অর ২০১ ট্রফি পেয়েছেন নেইমার। এটা ইউরোপে বর্ষসেরা ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড়দের পুরস্কার, যেখানে ব্রাজিলের সাংবাদিক আর সাবেক খেলোয়াড়দের পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরাও ভোট দিয়ে থাকেন। নেইমার (২৭.৭ শতাংশ), কুতিনহো (১৬.৭ শতাংশ), মার্সেলোর (১৪.৫ শতাংশ) পর পাওলিনহো এই তালিকায় চতুর্থ। কিন্তু যদি শুধু ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ভোট হিসাব করা হয়, তাহলে নেইমার নন, পুরস্কারটি জিততেন পাওলিনহোই।

মোট ৫০ হাজার ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ভোট দিয়েছেন। এর মধ্যে পাওলিনহো একাই পেয়েছেন ৩১.৮৩ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ, যে সমর্থকেরা একসময় তাকে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, এখন তাকাই পাওলিনহোর পাশে। সত্যিই পরিশ্রম আর একাগ্রতা থাকলে কী না হতে পারে।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা